এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে ফিরলো পুরোনো নিয়ম

ইত্তেফাক ডিজিটাল রিপোর্ট

প্রকাশ : ২১ জুলাই ২০২৬, ১৮:৩৯

শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ছবি: সংগৃহীত

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ পর্যায়ে শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য এমপিও পদে নিয়োগ সুপারিশের দায়িত্ব জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) হাতে দেওয়ার সেই পরিপত্র বাতিল করা হয়েছে। ফলে ডিসিদের হাতে আর অশিক্ষক জনবল নিয়োগের ক্ষমতা থাকল না।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

ফলে অশিক্ষক এমপিও পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আবারও ২০২৪ সালের নির্দেশনা কার্যকর হবে এবং নিয়োগের ক্ষমতা ফিরবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটির হাতে।

মঙ্গলবার (২১ জুলাই) এ সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ।

বেসরকারি মাধ্যমিক শাখার যুগ্মসচিব সাইয়েদ এ জেড এম মোরশেদ আলীর স্বাক্ষরিত ওই পরিপত্রে বলা হয়, এমপিওভুক্ত বেসরকারি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক কলেজ এবং স্নাতক (পাস) কলেজে শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য এমপিও পদে নিয়োগের সুপারিশ কার্যক্রম পরিচালনায় ২০২৪ সালের ১০ জানুয়ারি জারি করা নির্দেশমালা পুনর্বহাল করা হয়েছে। একইসঙ্গে ২০২৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর জারি করা পরিপত্র বাতিল করা হয়েছে।

এদিকে ২০২৪ সালের ১০ জানুয়ারি জারিকৃত নির্দেশমালার ২.৪-এর ক, খ ও গ এ বর্ণিত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগসংক্রান্ত অংশ ব্যতীত অন্যান্য পদে (ট্রেড অ্যাসিসট্যান্ট, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী, কম্পিউটার ল্যাব অপারেটর, গবেষণাগার, ল্যাব সহকারী, নিরাপত্তা কর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, নৈশপ্রহরী, আয়া, অফিস সহায়ক) নিয়োগসংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট অংশ বহাল করা হলো।

এর আগে, গত বছরের সেপ্টেম্বরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষমতাও পরিচালনা পর্ষদের কাছ থেকে প্রত্যাহার করে। সে সময় জেলা প্রশাসকের (ডিসি) নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে এসব পদে নিয়োগে পরীক্ষা, মূল্যায়ন ও নিয়োগের জন্য সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এ কমিটিতে পরিচালনা পর্ষদের কেউ থাকতে পারতেন না।

নতুন পরিপত্রে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে আবারও পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা বহাল করা হয়েছে।

অতীতে কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ থাকায় নতুন এই সিদ্ধান্তের পর নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা কীভাবে হবে, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন উঠেছে।